দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 14 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে শিক্ষার্থীদেরও সচেতন হতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আয়োজিত স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী অনলাইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এ বছরের উপবৃত্তির ১৩৮ কোটি ৩৫ হাজার ৮৬০ টাকা বিতরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. এ স এ ম ওয়াহিদুজ্জামান এবং ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া যত রকমের নিরাপত্তা নেয়া দরকার নিচ্ছি। তারপরও কিছু অসাধু শিক্ষকের কারণে তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। এর প্রমাণ হচ্ছে প্রিন্সিপাল, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকা গ্রেফতার হওয়া। অসাধু শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এতে করে শিক্ষকদের চিরাচরিত মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষকেরা আজ প্রশ্নপত্র ফাঁস করে পাঁচ হাজার থেকে তিন লাখ টাকায় বিক্রি করছে। যারা প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত তারা শিক্ষক নামে কলঙ্ক। আমাদের অভিভাবকরাও এক্ষেত্রে এসব শিক্ষকদের সহায়তা করে থাকে। তাই শিক্ষার্থীদের এখন থেকে বলতে হবে আমি আমার মেধা, জ্ঞান, পরিশ্রম দিয়ে জিপিএ-৫ অর্জন করব। 'শিক্ষা নিয়ে গড়বো দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' স্লোগান সামনে রেখে দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে দুই লাখ ৫৪ হাজার ৫৩৩ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৮ কোটি ৩৫ হাজার ৮৬০ টাকা বিতরণ করা হচ্ছে। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উন্নত শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আমরা ভাল মানুষ তৈরি করতে চাই। জ্ঞান প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একজন ভাল মানুষ হতে হবে। দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সৎ ও আদর্শ মানুষ গড়ে তুলতে শিক্ষক হলেন মূল শক্তি। লক্ষ্য অর্জনে তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আধুনিক যুগে মানুষের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে জ্ঞান-প্রযুক্তি-দক্ষতা। ভবিষ্যতের দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য পূরণ করতে তাদের বিশ্বমানের জ্ঞান-প্রযুক্তি-দক্ষতা আয়ত্ত করতে হবে। শিক্ষার মান নিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন দৃশ্যমান বাস্তব। কলেজে ভর্তিসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মোট ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৩৩ স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থী এ বৃত্তি পাচ্ছে। এদের মধ্যে ৬২ হাজার ৪৮৮ ছাত্র এবং ১ লাখ ৯২ হাজার ৪৫ ছাত্রী। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রংপুরের বেগম রোকেয়া কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলেন। এ সময় ছাত্রীরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে। অনুষ্ঠানে ২০ শিক্ষার্থীর হাতে নগদ বৃত্তির টাকাও তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী। উল্লেখ্য, অনলাইনে মোবাইলের মাধ্যমে বৃত্তির টাকা বিতরণে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

অবসর-কল্যাণ ট্রাস্টের বাড়তি চাঁদা প্রত্যাহারে আল্টিমেটাম

বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ডে বাড়তি চাঁদা আদায়ের গেজেট প্রত্যাহার করা না হলে কঠোর কর্মসূচী দেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নেতারা। বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে তারা এ হুঁশিয়ারি দেন।

সংবাদ সম্মেলনে গত মাসে জারি করা বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্টের বাড়তি চাঁদার গেজেট প্রত্যাহার করা না হলে আগামী ২৫ জুলাই মানববন্ধনের ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান)।

এরপরও দাবি আদায় না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধসহ আরও কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয় সমিতির পক্ষ থেকে।

সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ আব্দুল আউয়াল, সাধারণ সম্পাদক বিলকিস জামানসহ সমিতির অন্য নেতৃবৃন্দ। এর আগে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীর জুলাই মাসের বেতন থেকে অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্টের চাঁদা বাবদ মাসিক মোট ৬ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ টাকা কর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।